

টেকসই উন্নয়নে দরকার পরিকল্পিত বিনিয়োগ

নিজস্ব প্রতিবেদক *

টেকসই উন্নয়নের জন্য পরিকল্পিত বিনিয়োগের বিকল্প নেই। আর এজন্য অবকাঠামো খাতসহ সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের যথাযথ পরিকল্পনা ও বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি করতে হবে। গতকাল দুপুরে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) মিলনায়তনে এক সেমিনারে বক্তারা এ কথা বলেন।

'রোড টু ২০৩০ : স্ট্র্যাটেজিক প্রাইরোটিজ' শীর্ষক সেমিনারটির যৌথ আয়োজক ছিল ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) ও ডিসিসিআই। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডিসিসিআই সভাপতি আবুল কাশেম খান। ইআরএফ সভাপতি সাইফুল ইসলাম দিলালের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী এমএ মান্নান। সেমিনারে প্যানেল আলোচক ছিলেন বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেজা) নির্বাহী চেয়ারম্যান পবন চৌধুরী, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) ফেলো প্রফেসর মোস্তাফিজুর রহমান, ইআরএফ সাধারণ সম্পাদক জিয়াউর রহমান, দৈনিক ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের সম্পাদক মোয়াজ্জেম হোসেন।

প্রফেসর মোস্তাফিজুর রহমান বলেন— ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের অর্থনীতি চাঙ্গা, দেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত করার জন্য সরকারের যে লক্ষ্য, তা পূরণ করতে হলে অবকাঠামো খাতকে গুরুত্ব দিতে হবে। এর মধ্যে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগকে সমানতালে এগিয়ে নিতে হবে। সাথে সাথে কার্যকর করতে হবে সুশাসনের চর্চা।

বেজার নির্বাহী চেয়ারম্যান পবন চৌধুরী বলেন, আগে দেখতে হবে— দেশে বিনিয়োগ সচেতনতা আছে কি না। এটাকে অর্থনৈতিক বিবেচনায় নিতে হবে। তা না হলে প্রকৃত বিনিয়োগ আসবে না। তিনি বেজার ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের সার্বিক অবস্থার তথ্য সেমিনারে তুলে ধরেন।

ইআরএফ সাধারণ সম্পাদক জিয়াউর রহমান বলেন, এখন অনেক নদী মারা যাচ্ছে। পরিবেশের ভারসাম্য থাকছে না। এজন্য অবকাঠামো উন্নয়নে সড়ক পথের পাশাপাশি রেল ও নৌপথকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। তাহলেই বিদেশি বিনিয়োগ আসবে।

সবশেষে প্রধান অতিথির বক্তব্যে অর্থ প্রতিমন্ত্রী এমএ মান্নান বলেন, অনেক অসংগতি এখানে ভয়ঙ্করভাবে বিরাজমান। আমাদের দেশে অপচয় অনেক বেশি হয়। যেটা দুর্নীতির চেয়েও অনেক বেশি। এখানে কোনো কাজ সুস্থ, বিজ্ঞানসম্মত ও আধুনিকভাবে করা যায় না। তবে আমার বিশ্বাস, এটা দূর হবে। পার্শ্ববর্তী দেশের তুলনায় আমাদের ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ একটু বেশি। আমরা বিশ্বাস করি এগিয়ে যেতে পারব।